দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...29 JUL 2005
পৃষ্ঠা - ১৬ কলাম ৭

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি জটিল

এক পক্ষ চায় লিটন হত্যাকাণ্ডের বিচার অন্য পক্ষ প্রশাসনের কর্মকাণ্ড স্থবির করে তুলছে

সিলেট অফিস

সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে। গত ১৩ জুলাই ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সমাজ বিজ্ঞান শেষ পর্বের ছাত্র মোঃ রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী লিটন নিহত হওয়ার ঘটনার সূত্র ধরে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা চাইছে দোষীদের শাস্তি ও বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত খুলে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা। অপরদিকে শিক্ষকদের একটি অংশ ও কয়েকটি ছাত্র সংগঠন এই ঘটনাকে পুঁজি করে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্মকাণ্ডকে স্থবির করে তুলতে তথ্য সন্ত্রাসের আশ্রয়সহ নানা ফন্দি ফিকিরে ব্যস্ত রয়েছে। ফলে এখন অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে যাত্রা করতে যাচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। গত ১৭জুলাই নতুন শিক্ষা বর্ষের ক্লাশ শুরু কথা ছিল। কিন্তু অনভিপ্রেত ঘটনার পর তা এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে লিটন হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম ধারার শিক্ষকরা এখন ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে নেমে পড়ায় সরকারের আমলের জটিলতা নিরসনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল তা এখন কার্যতঃ স্থবির করে দেয়ার অপচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে।

সাম্প্রতিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনাবলীর অতীত অনুসন্ধানে দেখা যায়, মাত্র দুইবছর আগে শাবির পরিস্থিতি এমন ছিলযে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতা প্রকট আকার ধারণ করে। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষকরা ক্লাশ নেয়া বন্ধ করে দেন। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে ধর্মঘট পালন করে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এক পর্যায়ে ক্লাশ বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষকদের অব্যাহত চাহিদার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শিক্ষক সংকট দূর করে সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের উর্ধতন মহলে যোগাযোগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নতুন শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান প্রশাসন দায়িত্বভার গ্রহণ করা পর থেকে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক নিয়োগকার্য সম্পন্ন হতে। এসব নিয়োগ প্রক্রিয়ার সিলেকশন কমিটির সভায় বিশেষজ্ঞ সদস্য সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডীন ও বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সিলেকশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন শিক্ষদের নিয়োগ দেয়া হয় শিক্ষক নিয়োগের সিলেকশন কমিটিতে বিভিন্ন সময়ে ডীন হিসেবে প্রফেসর এমাদ উদ্দিন চৌধুরী, প্রফেসর এম হাবিবুল আহসান, প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ড. মোঃ জয়নাল আবেদীন ও প্রফেসর ড. কামাল আহমদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সিলেকশন কমিটি শুধু মাত্র ভিসিকে নিয়েই নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডীন ও বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট মোতাবেক গঠিত হয়। কমিটির প্রতিটি সদস্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ও সুপারিশ দেন। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া গত দেড় দুইবছর ধরে চলতে থাকলেও কেউ কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। বামপন্থী শিক্ষক ও তাদের মিডিয়া গুলো ভিসির বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। অথচ কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রধান ড. জাফর ইকবালের ডিপার্টমেন্টে যে ৭জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় তার মধ্যে প্রথম জন চন্দন কুমার সাহা। এখানে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ তুলে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম প্রচারণা চালানো হয়। যা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মতো বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। একইভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী প্রার্থীদের শিক্ষক বানানোর যে অভিযোগ করা হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বিধি মোতাবেকই সম্পন্ন করা হয়েছে। এমনকি আওয়ামীলীগ আমলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী প্রার্থীরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। টি টেকনোলজি বিভাগের প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকের প্রভাষক পদে নিয়োগের একবছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমোতাবেক তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পান। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

একইভাবে দীর্ঘদিন প্রশাসনিক পর্যায়ে লোক নিয়োগ না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। এছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা একযুগ ধরে আপগ্রেডের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রক্রিয়া শুরু করেন। একক্ষেত্রেও সিলেকশন কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইর থেকে বিশেষজ্ঞ সদস্যসহ ভেতর থেকে সম্মানিত সদস্য হিসেবে স্কুল অব এপ্লাইড সায়েন্সেস এন্ড টেকনোলজির ডীন প্রফেসর ড মোঃ জয়নাল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি কর্মকর্তা নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সিলেকশন কমিটির সর্বসম্মত সুপারিশ ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীকেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ইতোমধ্যে সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে সন্তোষ প্রকাশ করেছে।' এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে গৃহিত এসব পদক্ষেপে সংশ্লিষ্টরা মিথ্যাচারের মাধ্যমে এমনসব অভিযোগ আনছে যা কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করছে। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ দেন। কর্মরত অনেক কর্মচারীর পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন হওয়া সত্ত্বেও এতদিন কেউ পদোন্নতি পাননি। একই পদে দীর্ঘ ১০-১২ বছর বহাল থাকায় এসব কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছিলো। এমতাবস্থায় বর্তমান কর্তৃপক্ষ তাদের হতাশা দূর করে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদোন্নতি প্রদান করেন। এতদক ভিত্তিতে পূর্বে নিয়োজিত দুইজন প্রার্থীকে স্থায়ী পদে নিয়োগ দান করেন। এসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের যথাযথ অনুমোদন রয়েছে। পূর্বের প্রশাসন কর্তৃক নিয়োজিত ১৬ জন মাষ্টাররোলের কর্মচারী দীর্ঘ ১০-১২ বছর পর বর্তমান প্রশাসনের আমলে স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এমনকি পরিবহন খাতে পর্যাপ্ত লোকবল না থাকায় অধিকাল ভাতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় কমানোর নিমিত্তেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিধি মোতাবেক যোগ্যতা সম্পন্ন লোক নিয়োগ দেন।

শিক্ষকরা অভিযোগ তুলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে অনিয়ম করা হয়েছে। দৈনিক ইনকিলাবে অনুসন্ধানে দেখা যায়, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পূর্ণভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এতে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েই সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলে যথাক্রমে গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ সাজেদুল করিম ও সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আহমদ কবির চৌধুরী, সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ মোর্শেদ চৌধুরী এবং ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ তৌফিক মাহমুদ হাসান নির্বাচিত হয়েছেন। প্রফেসর ড. এম হাবিবুল আহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী লাইফ সায়েন্স এর ডীন হিসেবে সিন্ডিকেট সদস্যের দায়িত্ব পালন করছেন একই সাথে মোঃ আহমদ কবির চৌধুরী দ্বিতীয় ছাত্র হলের প্রভোষ্ট হিসেবে সিন্ডিকেট সদস্যের দায়িত্ব পালন করছেন। অধিকন্তু কলেজের অধ্যক্ষরা পালাক্রমে সিন্ডিকেট সদস্যের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়া, সরকার এবং রাষ্ট্রপতির মনোনীত সিন্ডিকেট, অর্থ কমিটিসহ অন্যান্য কমিটির সদস্যের মনোনয়নের বিষয়টি বর্তমানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে। যার প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক যথাসময়ে প্রেরণ করেছেন বলে জানা গেছে। ঘোলাপানিতে মাছ শিকারীরা এখন ভিসির গাড়ী ও আসবাবপত্রের ব্যবহার নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছে। ভিসি তার জন্য নির্ধারিত একটি কার ব্যবহার করছেন এবং একটি মাইক্রোবাস বাছাই কমিটির সদস্যদের আনা নেয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজে লাগানো হচ্ছে। অব্যবহৃত সকল আসবাবপত্র রেজিষ্ট্রার দপ্তর ও নতুন গেষ্ট হাউসের নির্ধারিত রুমে সংরক্ষিত রয়েছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, বিভাগীয় প্রধানসহ সকল স্তরের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক অর্পন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে নয়ছয়ের কথার শেষ নেই। এব্যাপারে টাকা বরাদ্দে কথা স্বীকার করে কর্তৃপক্ষীয় বক্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট থাকা সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল কমিটির সুপারিশক্রমে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী, বেশীর ভাগ শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী সকলের বক্তব্য একটি লিটনের হত্যাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে একটি মহল এই সোজা পথে না গিয়ে পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঠিক ও যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপরই নির্ভর করছে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসা।